বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১ অর্থ বছর

(খসড়া)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	**পরিচিতি**	১-৩
১.১	প্রতিষ্ঠা	১
১.২	রূপকল্প (Vision)	১
১.৩	অভিলক্ষ্য (Mission)	১
১.৪	প্রধান কার্যাবলি	১-২
১.৫	প্রশাসনিক কাঠামো	২
১.৫.১	পরিচালনা পরিষদ	২
১.৫.২	জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)	২
১.৫.৩	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	২-৩
১.৫.৪	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য	৩
২.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১**	৩-৪
২.১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন (২০১৯-২০)	৩-৪
৩.	**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা**	৪
৪.	**বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ**	৪-১৭
৪.১	২০২০-২১ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প ১ (এক) টি	৪
৪.২	বর্তমানে চলমান প্রকল্প ১১ (এগারো) টি	৪
৪.৩	সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫
৪.৩.১	ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার শীর্ষক প্রকল্প	৫
৪.৪	চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬-১৭
৪.৪.১	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	৬-৭
৪.৪.২	লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি শীর্ষক প্রকল্প	৭-৮
৪.৪.৩	BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) শীর্ষক প্রকল্প	৯-১০
৪.৪.৪	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	১০-১১
৪.৪.৫	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	১১-১২
৪.৪.৬	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প	১২-১৩
৪.৪.৭	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প	১৩-১৪
৪.৪.৮	ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প	১৪-১৫
৪.৪.৯	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৫
৪.৪.১০	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	১৫-১৬
৪.৪.১১	দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	১৬-১৭
৫.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ**	১৭-১৯
৫.১	নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৭
৫.২	সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ	১৭
৫.৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ	১৭
৫.৪	জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর প্রশিক্ষণ	১৭
৫.৫	আইডিয়াথন	১৭-১৮
৫.৬	ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১	১৮
৫.৭	বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'প্রতিযোগিতা ২০২১	১৮
৫.৮	যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা	১৮-১৯

৫.৯ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০২১ ১৯
৫.১০ ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২১ ১৯
৫.১১ Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ ১৯

৬. পরামর্শ সেবা: ১৯-২০

৭. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম: ২০-২১
৭.১ ডিজিটাল সরকার (ই-গভর্নেন্স): ২০
৭.১.১ জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) ২০
৭.১.২ জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) ২০
৭.১.৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) ২০
৭.১.৪ বিসিসি সিএ'র বিসিসি'র CA লাইসেন্সের অধীনে ডিজিটাল ও ই-স্বাক্ষর ব্যবহার প্রচলন করা ২০
৭.১.৫ সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার ২১
৭.১.৬ Digital Diplomatic কার্যক্রম ২১

৭.২ তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম: ২২-২৪
৭.২.১ ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ফ্রিল্যান্সার আইডি প্রদান কার্যক্রম ২২
৭.২.২ বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ২২
৭.২.৩ লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্পের কার্যক্রম ২৩
৭.২.৪ জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০ ২৩
৭.২.৫ দেশে বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি হেল্পডেস্ক স্থাপনের কাজ শুরু ২৩
৭.২.৬ আন্তর্জাতিক ম্যাচমেকিং সংস্থা Acclerence ২৩
৭.২.৭ স্থানীয় আইটি প্রতিষ্ঠান ২৩
৭.২.৮ স্থানীয় আইটি প্রতিষ্ঠান ২৩
৭.২.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা-২০২১ ২৩
৭.২.১০ ইনোভেশন কার্যক্রম ২৪

৭.৩ মুজিব বর্ষ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সাফল্য উদ্‌যাপন ২৪-২৫
৭.৩.১ মুজিব বর্ষ ২০২০ ২৪
৭.৩.২ 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০' ২৫
৭.৩.৩ মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ২৫

৭.৪ কোভিড ১৯ বিসিসি' র কার্যক্রম ২৬
৭.৪.১ কোভিড ১৯ ট্র্যাকার ২৬
৭.৪.২ 'করোনা পরিস্থিতিতে'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) এর উদ্যোগ ২৬
৭.৪.৩ বিসিসি'র বৈঠক ২৬

৭.৫ পুরস্কার/সম্মাননা: ২৭-২৮
৭.৫.১ WSIS Prizes 2020 ২৭
৭.৫.২ উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০ ২৭
৭.৫.২ BASIS National ICT Award 2020 ২৮

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

www.bcc.gov.bd

১. পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্পঃ ২০২১ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে তথা দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যুব সমাজের আইসিটি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, তথ্য আহরণে দেশের তথ্য ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, ই-সার্ভিস সহজীকরণের মাধ্যমে ই-সরকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ এবং আইন সঙ্গত ও ন্যায় সঙ্গত রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থায় সকলের সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার । বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্প উন্নয়ন, সরকারি সমস্ত তথ্যের সংরক্ষণাগার হিসেবে ডেটা সেন্টার স্থাপন, প্রদত্ত সরকারি সকল সেবা অনলাইনে চালুকরণ, আইসিটিতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ, ব্যবহার ও উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে ।

১.১ প্রতিষ্ঠা:

এ প্রতিষ্ঠানটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে বাংলাদেশে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়:

১.২ রূপকল্প (Vision):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বচ্ছতা, নিরাপত্তার সাথে উন্নত সেবা প্রদান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১.৪ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যাবলি

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশানাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফিকেশনস নির্ধারণ করা;
- সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;

- জাতীয় ডেটাসেন্টার, পাবলিক সিএ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ডেটাসেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডেটা সিকিউরিটি ইনট্রুশান চিহ্নিত করতে National Computer Incident Response Team (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা, আইটি স্কীল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি এবং আইটি/আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এ্যাসোসিয়েশনসমূহ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতার বিশ্বমান নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমি স্থাপন ও পরিচালনা করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা করা;
- কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী ও বিদেশী যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোন বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে তা পালন করা;
- সরকারের সকল সেক্টরের ডিজিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা;
- সরকারের সকল অফিসে আইসিটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করা;
- উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১.৫ প্রশাসনিক কাঠামো

১.৫.১ পরিচালনা পরিষদ

(ক) চেয়ারম্যান
(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান
(গ) সদস্য-সচিব
(ঘ) অন্যান্য সদস্য (অন্যূন আট এবং অনধিক দশ জন) ।
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান, বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক পদাধিকারবলে কাউন্সিলের সদস্য-সচিব এবং সরকার কর্তৃক মনোনিত ১০ জন কাউন্সিল সদস্য সমন্বয়ে বিসিসি'র কাউন্সিল গঠিত।

১.৫.২ জনবল

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্যপদের বিবরণ				সর্বমোট		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	**কর্মরত**	শূন্য
১৬৭	০৮	৪৮	৪২	৪৬	০২	২৬	২৯	১২১	৬	২২	১৩	২৬৫	১০৩	১৬২

১.৫.৩ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১৭৪.২১৪৮	১১৬.৯৯৪৬ (ডিজিটাল কোর্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রাপ্ত ২০.০০ কোটির টাকার মধ্যে ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় ১৮.০০ কোটি টাকা ও পেনশন সংক্রান্ত বরাদ্দকৃত ০.৯২৪৮ কোটি টাকাসহ মোট ১৮.৯২৪৮ কোটি টাকা সিএও অফিস থেকে উত্তোলন করা হয়নি। ফলে উত্তোলিত অর্থের পরিমান হলো প্রায় ১৫৫.২৯ কোটি টাকা)	৬৭.১৫% (উত্তোলিত অর্থের ব্যয়ের হার ৭৬.৮৭%)
উন্নয়ন	২১৭.৮২০০	১৯৫.২৮৪৭ (সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধিত বরাদ্দের ৮৫% অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় করা হয়)	৮৯.৬৫%

১.৫.৪ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
১০৭টি	১৩৩.৪০২১	৬৩টি	৩৮টি	৮১.৭৫০০	৬৯টি	৫১.৬৫২১

২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১

ক্র: নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক
১	ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন	১২টি	২৫টি
২	তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	৮টি	২৩টি
৩	ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন	৫টি	১৯টি
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	৩টি	৮টি
	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	**কার্যক্রম**	**কর্মসম্পাদন সূচক**
১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৫টি	১০টি
২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৫টি	৯টি
৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৪টি	৬টি

২.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০২০-২০২১)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	ERP Software Development (Account, Budget &Audit)	৩টি	৩টি	
২	ডেটা সেন্টার হতে Cloud Drive Service প্রদান।	৫০০০০টি	৫৪৭৭৭টি	তৈরীকৃত ই-মেল একাউন্ট
৩	ডেটা সেন্টার হতে Cloud Drive Service প্রদান।	১৫টি	১৯টি	সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
৪	ডেটা সেন্টার হতে ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে সেবা প্রদান।	৬০টি	১০৮টি	Virtual Private Server
৫	BGD-e-Gov CIRT এর মাধ্যমে সরকারি দপ্তর সমূহে Cyber Security নিশ্চিতকরণে Incident Response এ সহায়তা প্রদান	৯০০টি Incident Response	৯০২টি Incident Response	
৬	BGD-e-Gov CIRT এর আওতায় Website ও	৩০০টি	৩০০টি	email এর মাধ্যমে

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
	email এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের Cyber Security বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম			সচেতন মূলক বার্তা
৭	সফ্টওয়্যার কোয়ালিটি টেষ্টিং ল্যাবে সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর গুণগত মান পরীক্ষা	৩৬টি ও ২০টি	৩৬টি ও ৩৫টি	
৮	Development & Implementation of e-Library System for BCC	২৮-০২-২০২১	১৫-১২-২০২০	
৯	BNDA এর মাধ্যমে Development & Implementation of Spare parts Management System for National Data center	৩১-১২-২০২০	৫-১০-২০২০	
১০	Formulation of Robotics Strategy, Mission 5 Billion	৩১-১২-২০২০	০৭-০৯-২০২০	প্রণীত কর্মকৌশল সমূহ
১১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানে চাকুরী মেলা আয়োজন	২৫-০২-২০২১	২৩-০২-২০২১	
১২	Coursera ও অন্যান্য প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স	৬০০০ জন	৮৪৬৪ জন	
১৩	Video Conference System এর মাধ্যমে বিসিসি হতে কেন্দ্রীয়ভাবে Multi Conference পরিচালনা	২৫৫টি	৪২১টি	
১৪	iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy এর মাধ্যমে Startup কে অর্থায়ন ও মেন্টরিং প্রদান	১০০টি Startup	১৬০টি Startup	

৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২০২১ সালের কর্মপরিকল্পনা

২০২০-২১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে যথাসময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিসি ও আওতাধীন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিসি'র ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদ রাখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ অনুসরণ পূর্বক বিসিসি ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৪. বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৪.১ বিসিসিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ০১ (এক) টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে:

- ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) শীর্ষক প্রকল্প;

৪.২ বিসিসিতে বর্তমানে নিম্নলিখিত ১১(এগার) টি প্রকল্প চলমান রয়েছে:

- ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফো সরকার) প্রকল্প;
- লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি (Leveraging ICT for Employment and Growth of the IT-ITES Industry) শীর্ষক প্রকল্প;
- BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening of BGD e-GOV CIRT) শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি শীর্ষক প্রকল্প;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA) শীর্ষক প্রকল্প;
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প;

- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প;
- জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প;
- টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) শীর্ষক প্রকল্প।

৪.৩ সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৪.৩.১ ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) শীর্ষক প্রকল্প;

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৪০০১৯.৭০
	বৈদেশিক সাহায্য	১১৯৯৩৫.৯৭
	মোট	১৫৯৯৫৫.৬৭

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দেশে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা যার ডাউন টাইম হবে শূণ্যের কোঠায় ;
- সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ডিজিটাল কন্টেন্ট সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ডিজিটাল কন্টেন্টসমূহের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা উন্নত করা ;
- ই-সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- গাজীপুরের কালিয়াকৈর এ-বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)টি গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয়;
- অবকাঠামো নির্মাণ : ১০০% (সমাপ্ত);
- যন্ত্রপাতি আমদানি : ১০০% (সমাপ্ত);
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা : ১০০% (সমাপ্ত);
- ইনস্টলেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন ও অপারেশন : ১০০% (সমাপ্ত);
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৮৯%% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪ চলমান প্রকল্পের বিবরণ

৪.৪.১ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২২	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৮১২০৬.৭৬
	বৈদেশিক সাহায্য	১২২৭৪১.৪৯
	মোট	২০৩৯৪৮.২৫

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো স্থাপন;
- বাংলাদেশ পুলিশের ১,০০০ টি অফিসের মধ্যে VPN সংযোগ স্থাপন;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৬,০০০ সরকারি অফিসে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান;
- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ এর লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য ই-সেবাগুলিতে (e-Service) অনুপ্রবেশ নিশ্চিতকরণ;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- দেশের ৬০ শতাংশ জনগণের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণ;
- কারিগরি জ্ঞান বিতরনের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধি;
- ইউনিয়ন পর্যায় হাই-স্পীড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (ইউডিসি) হাই-স্পীড ইন্টারনেট সংযোগ;
- শহর এবং গ্রামের ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন: ১৬০০।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রান্তিক গ্রাহকের নিকট ইন্টারনেট সংযোগ ৩১১৩।
- ইউনিয়ন পপ NMS-এ সংযুক্ত ২৫৫৪ টি।

১০০০ পুলিশ অফিসে ভিপিএন কানেক্টিভিটি এর হস্তান্তর ও শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। (৪ নভেম্বর, ২০২০)

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। (২৫ জুলাই, ২০২০)

- চট্টগ্রাম, দিনাজপুর জেলায় আমার গ্রাম, আমার শহর ও তারুণ্যের শক্তি বিষয়ক ওয়েবসেমিনার সহ মোট ৮টি সেমিনার/ কর্মশালা এবং অনলাইন/অফলাইন ইন্সপেকশন/পরিদর্শন ১০৭ টি করা হয়।

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৮৬.৮০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.২ লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি শীর্ষক প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প	
মেয়াদ	অক্টোবর ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৫৪৩.২০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উদীয়মান প্রযুক্তি (Emerging Technology) যথা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা ইত্যাদি বিষয়ে ১০০০ জনের প্রশিক্ষণ;
- দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ২০০ জন কর্মকর্তা এবং উচ্চ স্তরের ৫০ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ;
- তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী প্রশিক্ষণ এসেসমেন্ট ও সার্টিফিকেশন পদ্ধতি ও প্ল্যাটফর্ম স্থাপন;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল অর্থনীতির কৌশল প্রণয়ন;
- দেশের যুব সমাজকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে আকৃষ্ট করার জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং;
- দেশীয় তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিশ্ববাজারে প্রবেশ ও প্রবৃদ্ধির জন্য B2B matchmaking ইভেন্ট আয়োজন;
- উদীয়মান প্রযুক্তির ওপর দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' প্রতিষ্ঠা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- উদীয়মান প্রযুক্তি (Emerging Technology) যথা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদি বিষয়ে ১,০৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশ্ব বিখ্যাত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম Coursera-এর সৌজন্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এলআইসিটি প্রজেক্ট এর যৌথ উদ্যোগে Workforce Recovery Program with Coursera শীর্ষক অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮,৪৬৪ টি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি শুরু হয়েছিল ৮ জুলাই, ২০২০ এবং শেষ হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০;
- LICT প্রকল্পের দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ২০৭ জন কর্মকর্তাকে মিডিল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ। ACMP 4.0 এবং উচ্চতর স্তরের ৫০ জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে CXO প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। National University of Singapore এর সাথে দেশীয় ১০টি কোম্পানীর প্রোটোটাইপ উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে দেশীয় ১০টি কোম্পানীর ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জন্য অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ফর ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস (এসিএমপি ৪.০) এর ২০২০ সালের গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান, ০৭ অক্টোবর, ২০২০।

- LICT প্রকল্প ও Women and e-Commerce (WE) সংস্থার সাথে যৌথভাবে গ্লোবাল এবং লোকাল স্পিকারদের নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ ওয়ার্কশপ আয়োজন করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা নারী উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্ববাজারের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে আয়োজিত সিরিজ ওয়ার্কশপটির নাম

রাখা হয়েছে "উই মাস্টারক্লাস"। LICT প্রকল্প এই মাস্টারক্লাসের আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। বর্তমানে উদ্ভূত বৈশ্বিক করোনা সংকটকালেও অত্যন্ত সফলতার সাথে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে গত এক বছরে মোট ১২টি অনলাইন সেশনে প্রায় ৩৫০০ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

- National Block chain Strategy, National Strategy for Robotics, Mission 5 Billion, Growth Strategy for the IT Sector of Bangladesh, Digital Economy, Post Covid-19 National ICT Roadmap কর্মকৌশল (Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও Made in Bangladesh Strategy for ICT Industry, Strategy for attracting FDI in Semiconductor sector for Bangladesh, National ICT Policy 2021 প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- অত্র প্রকল্পের আওতায় অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সার্টিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৫টি কারিগরি কোর্সের উপর সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের আইটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য যোগ্য জনবল বাছাই করতে সহায়তা প্রদান করা;
- অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে বিসিসি এবং অন্যান্য আইসিটি অ্যাসোসিয়েশনগুলো (BASIS, BACCO, e-CAB ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে। এখানে বাধ্যতামূলকভাবে সফট স্কিল প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি বাছাইকৃত কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বর্তমানে physical ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনলাইন ট্রেনিং প্ল্যাটফর্মটি প্রস্তুত হয়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে বসে অনলাইন ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করে সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারবে;
- Bangladesh High Commission, London এর সহযোগিতায় যুক্তরাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তিগত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আউটসোর্সিং পার্টনার ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে BD IT Connect Portal, UK এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৩ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের আওতায় অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা আর গুজবের ভিড়ে আসল ও সত্য চিনতে 'আসল চিনি' ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়;

"আসল চিনি" ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী মাননীয় প্রধান অতিথি সহ অন্যরা

BD IT Connect Portal, UK এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানর প্রধান অতিথি সহ অন্যরা

- দুর্বার প্লাটফর্মের "আমার মুজিব" ক্যাম্পেইনের অন্তর্গত 'আমাদের মুজিব' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ও 'মুজিবের কাছে চিঠি' লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে;
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আগষ্ট ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১৫টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- আইসিটি বিভাগের মেগা ইভেন্ট 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০' এর সকল সেমিনার আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে;
- Digital Device and Innovation Expo 2021 এ ২টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.৩ BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	১৪৬৭১.০৫

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ অনুচ্ছেদ-৯ পূরণকল্পে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত BGD e-GOV CIRT এর সক্ষমতা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারকে সাইবার আক্রমন হতে রক্ষা করা;
- সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো Critical Information Infrastructure (CII) সমূহকে উদ্ভূত সাইবার ঝুঁকি বিষয়ে সতর্কীকরণ ও রক্ষা করা;
- সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- **Social Media Monitoring কার্যক্রম**: দৈনিক ভিত্তিতে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২০টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচারের বিরুদ্ধে গৃহিত পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে এবং মাসিক ভিত্তিতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে;
- **অডিট কার্যক্রম:** সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামো (সিআইআই) এর মধ্যে ২টি সংস্থায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য সরকারি ১০টি সংস্থায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- **রিস্ক এসেসমেন্ট কার্যক্রম:** বাংলাদেশের জন্য Cyber Threat Landscape Report 2020-2021 প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান কোভিড মহামারির সময় ডাটা সেন্টারে কর্মরতদের জন্য নিরাপদে কাজ করার লক্ষ্যে "COVID-19-Minimizing-it-data-center-risk-plan Report" প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারি ৩টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে সাইবার ঝুঁকি প্রশমনের জন্য রিস্ক এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে;
- **ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম:** ৩২ টি সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কে সর্বমোট ৯০২টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তাছাড়া ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন সমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে প্রতিকারের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। BGD e-GOV CIRT হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩০০টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে;
- **সাইবার সেন্সর**: সরকারি ১১টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)-তে ৯০টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে;
- **সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম:** বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে সর্বমোট ১৪০টি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনসমূহের মধ্যে ১০০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৩৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রয়েছে। র‍্যানসমওয়্যার প্রতিরোধ ও করণীয় নির্দেশিকা ২০২১ (খসড়া সংস্করণ ১.০) প্রকাশ করা হয়েছে। Malware Threat Intelligence Report for Bangladesh Context-Oct 2020 প্রকাশ করা হয়েছে;

১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিসিসি'র সেমিনার কক্ষে BGD e-GOV CIRT কর্তৃক আয়োজিত সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মশালায় MIST-তে অধ্যয়নরত সশস্ত্রবাহিনীর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ।

- **ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম:** সর্বমোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে এক বা একাধিকবার ডিজিটাল ফরেনসিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত কম্পিউটার হার্ডডিস্কের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি-এর সর্বমোট ১২টি কেইসকে ডিজিটাল ফরেনসিকের সেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ০৬টি কেসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে, নতুন ০৩টি কেইসের কাজ চলমান রয়েছে এবং অপর ০৩টি কেইসের আলামত বিশ্লেষণের জন্য অপেক্ষমান। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রেরিত ১০টি হার্ডডিস্কের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃক প্রেরিত ডিজিটাল ডিভাইসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত ডিজিটাল ডিভাইসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি কর্তৃক আয়োজিত "সাইবার সিকিউরিটি থ্রেট পারসেপশন" শীর্ষক সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি-এর সদর দপ্তরে "সাইবার সিকিউরিটি, ইমেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সিকিউরিটি" বিষয়ক ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইয়্যুথ ইন ডিজিটাল এওয়ারনেস কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে "সাইবার হাইজিন" এবং "ইমেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সিকিউরিটি" বিষয়ক ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে "বেসিক সাইবার সিকিউরিটি" বিষয় একাধিক ওয়ার্কশপে ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে;
- **সাইবার জিম কার্যক্রম:** মোট ৭টি অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেখানে ১২০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সাইবার ড্রিল এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে জাতীয় সাইবার ড্রিল-২০২০ আয়োজন করা হয়। জাতীয় সাইবার ড্রিলে ১০৩৫ জন অংশগ্রহণ করে;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.৪ বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৪০৫.০৭

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- ই-গভর্নমেন্টের জন্য সঠিক এবং সহজলভ্য প্ল্যাটফরম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি কাস্টমাইজ্যাবল ERP সলিউশন তৈরী করা;
- ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- Event and Meeting Management, Inventory, Procurement, Asset, and Budget মডিউল উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রম সমাপ্ত করে ইমপ্লিমেন্টেশন চলমান রয়েছে
- Accounts, HRM, Audit, এবং Project Monitoring and Management মডিউলের উন্নয়ন চলমান;
- ৩৭৮ জনকে মডিউল ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৭১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%।
-

প্রকিউরমেন্ট, মিটিং ম্যানেজমেন্ট, এবং এ্যাসেট মডিউলের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জনাব এম.এ.মান্নান. মাননীয় মন্ত্রী. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৪.৪.৫ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৩	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	২৭১৬৫.০০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি;
- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ;
- প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতির উন্নয়ন;
- তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান;
- জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থে উদ্ভাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবা তৈরি;
- উদ্ভাবনী পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং ব্রান্ডিং এ সহায়তা প্রদান;
- উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা;
- ৪০০ উদ্ভাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবা তৈরিতে সহায়তা প্রদান;
- স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে সরকারের পক্ষে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠণ;
- ১০০ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরি;
- ২০০০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণকে (৫০% পুরুষ ৫০% নারী) অনুদান প্রদান।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- **প্রি-সিড গ্রান্ট:** প্রি-সিড গ্রান্ট-এর আওতায় ৮৭টি স্টার্টআপকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- **স্টার্টআপ বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড:** স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে পেইড আপ ক্যাপিটাল এর সর্বমোট ১৬০০.০০ লক্ষ (ষোল কোটি) টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- **ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি):** ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্লাটফর্ম (আইডিটিপি) প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ১০৯৯.০৯ লক্ষ (দশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- **ইউনিভার্সিটি এক্টিভিশন:** সারাদেশে ইউনিভার্সিটি এক্টিভিশন প্রোগ্রাম ফেস-৩ আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে যার জন্য সর্বমোট ১০০.০০ লক্ষ (এক কোটি) টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব এর কিছু কম্পোনেন্ট সমূহের চিত্র

- **আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব স্থাপন:** স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বমানের উন্নত ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রকল্প কার্যালয়ে একটি আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবে Digital Oscilloscope (6 GHZ Four Channel), Function Generator (Frequency: 6 GHz), PCB CNC Milling machine, ROBOT Station with Artificial Vision System, IOT & Communication Trainer এবং Digital Trainer সহ স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী অন্যান্য হাই ক্যাপাসিটি এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল টেস্টিং যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই ফ্যাব ল্যাব। তরুণ উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে টেস্টিং এবং গবেষণার সুবিধা এই ল্যাবে গ্রহণ করতে পারবে;
- স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশিয় স্টার্টআপদের কল্যাণে iDEA প্রকল্প ইতোমধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং একটি দেশের (Republic of Korea) সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য, iDEA প্রকল্প উদ্ভাবন সহায়ক ইকোসিস্টেম ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি তৈরির লক্ষ্যে স্টার্টআপদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুমিং, মেন্টরিং, ট্রেনিং, কাম্পেইন, অ্যাওয়ার্ডস, ফেলোশিপ, সেমিনার ও রিসার্চসহ উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রেক্ষিতে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরগুলো করা হয়;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%।

৪.৪.৬ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৪	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	১৫৮৯৬.৬৯

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আন্তর্জাতিক পরিসর (Global Platform)-এ নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে, কম্পিউটিং ও আইসিটিতে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করা বা খাপ খাইয়ে নেয়া- এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিমাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটওয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে;
- এ প্রকল্পের আওতায় বাংলা ভাষার জন্য ৪০টি সফটওয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা হবে। প্রধান কম্পোনেন্টেগুলো হলো: বাংলা করপাস উন্নয়ন, বাংলা থেকে পৃথিবীর প্রধান দশটি ভাষায় অটোমেটিক যান্ত্রিক অনুবাদক উন্নয়ন, বাংলা OCR উন্নয়ন (টাইপ করা ও হাতের লেখা অটোমেটিক শনাক্তকরণ ও কম্পোজ), কথা থেকে লেখা এবং লেখা থেকে কথায় রূপান্তর সফটওয়্যার, জাতীয় কিবোর্ড (বাংলা) এর উন্নয়ন, বাংলা ফন্ট রূপান্তর ইঞ্জিন, বাংলা বানান ও ব্যাকরণ সংশোধক উন্নয়ন, স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার উন্নয়ন, বাংলা অনুভূতি বিশ্লেষণের সফটওয়্যার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষার জন্য কিবোর্ড উন্নয়ন প্রভৃতি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- **বাংলা আইপিএ কনভার্টার ধ্বনি:** এটি মূলত একটি কনভার্টার ইঞ্জিন, যা বাংলা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপিএতে রূপান্তর করবে। অর্থাৎ, একটি বাংলা শব্দের উচ্চারিত রূপ আইপিএতে কেমন হবে, তা দেখিয়ে দেবে।এই এপ্লিকেশনে অন-স্ক্রিন কিবোর্ড ও এমবেডেড ফন্ট রয়েছে। এক্সপোর্ট ও কপির অপশন রয়েছে। এটি তৈরির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ওয়েব এড্রেস ipa.bangla.gov.bd জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- **বাংলা ডট গভ ডট বিডি** (bangla.gov.bd): 'ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির' প্ল্যাটফর্ম। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করা বাংলা ভাষার বিভিন্ন সেবা এই প্লাটফর্ম থেকে পাওয়া যাবে। আপাততঃ এটি প্রোডাক্ট শোকেইস ও ইনফরমেশন পোর্টাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী ও গবেষকদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে। এই পোর্টালটিই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর বাংলা ভাষা-প্রযুক্তির হাব হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **ই-নথিকে ডি-নথিতে রূপান্তরে সহযোগিতা:** প্রকল্পের স্পেলচেকার 'সঠিক' ই-নথিতে যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ই-নথিকে ডি-নথি রূপান্তররের পথ সুগম হচ্ছে। এই সফটওয়্যার কেবল ভুল বানান চিহ্নিত করবে তা নয়, বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধনের পরামর্শ দেয়। স্পেলচেকারটি একই রকম উচ্চারণ কিন্তু বানান ভিন্ন, একই রকম বানান কিন্তু অর্থ ভিন্ন এমন কনটেক্সট নির্ভর বানান ভুল বিষয়ে সংশোধনী দেয়। এর ফলে সরকারি নথি নির্ভুলভাবে লেখা সম্ভব হবে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ১০০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৩৫%।

৪.৪.৭ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	২৪৮৬.৮৮

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সব ধরণের প্রতিবন্ধীদের জন্য বোধগম্য অডিও-ভিডিও কনটেন্ট উন্নয়ন;
- সব ধরণের প্রতিবন্ধীদের জন্য ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, জব পোর্টাল, ডাটাবেজ ও মোবাইল এ্যাপস উন্নয়ন;
- বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে আইসিটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা;
- মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি প্রশিক্ষণ, হেলথ প্রফেশনাল, কমিউনিটি ডিজ্যাবিলটি এক্সপার্ট, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ এবং পিটিআই প্রশিক্ষকদের TOT প্রশিক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহায়তা;
- যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগীতা আয়োজনে সহায়তা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে আইসিটিকে জনপ্রিয় করার জন্য বিভাগীয় সদরে সেমিনার এবং সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- **কন্টেন্ট উন্নয়ন:** সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৩৫০ টি অডিও-ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করা হয়েছে;
- **বিশেষায়িত সফটওয়্যার উন্নয়ন:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক ওয়েব কন্টেন্ট এক্সেসিভিলিটি গাইডলাইনস অনুসরণপূর্বক বিশেষ অভিগম্য (Accessible) সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। সফটওয়্যারটিতে রয়েছে 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম', 'জব পোর্টাল' এবং মোবাইল অ্যাপস। উন্নয়নকৃত সফটওয়্যারটিকে 'ইমপোরিয়া' নামকরণ করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, গত ২৮ই মার্চ ২০২১ তারিখ 'ইমপোরিয়া' সফটওয়্যারটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন;

- **আইসিটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিসিসি'র ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুর) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রীসহ "আইসিটি রিসোর্স সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

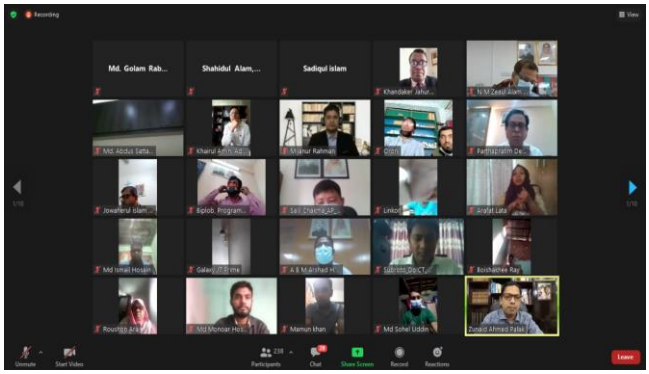

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জনাব জুনাইদ পলক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে 'ইমপোরিয়া' সফটওয়্যারটি এর শুভ উদ্বোধন করেন।

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ১০০ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০ %।

৪.৪.৮ ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প	
মেয়াদ	নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০২২	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩০২০.০০

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে ফ্রি ইন্টারনেট সেবা প্রদান;
- সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য হসপিটাল হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন চালুকরণ।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সিলেটকে "সেফ সিটি" করার লক্ষ্যে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় সিলেট জেলায় স্থাপিত ৯০ (নব্বই) টি আইপি ক্যামেরা, ১০ (দশ) টি ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা, ১০ (দশ) টি অটোমেটিক নম্বরপ্লেট রিকগনিশন ক্যামেরাসহ সর্বমোট ক্যামেরার সংখ্যা ১১০টি (একশত দশ) ;
- সিলেট জেলায় ১২৬ (একশত ছাব্বিশ) টি এবং কক্সবাজার জেলায় ৭৪ (চুয়াত্তর) টি ফ্রি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্রি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্টে ১০ (দশ) এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়ন হওয়ায় জনগণ সিলেট এবং কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা পাচ্ছে। ইতোমধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণকে এ সিস্টেমটি পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২১-০৩-২০২১

০৬.০১.২০২১ তারিখে ডিজিটাল সিলেট সিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেমটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসি কর্তৃপক্ষ সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

তারিখে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের উপস্থিতিতে এ কার্যক্রমটি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;

- সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য হসপিটাল হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন চালুকরণের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান;
- প্রকল্পের মনোনীত পরামর্শক হিসেবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগকে নিয়োগ;
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক হিসেবে একজন আইটি স্পেশালিস্ট ও একজন প্রজেক্ট এসোসিয়েট (আইটি) নিয়োগ;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.৯ জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	আগস্ট ২০১৭ –এপ্রিল ২০২২	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৬১৭.৩৪
	বৈদেশিক সাহায্য	৩৮৫৭.৬৮
	মোট	৪৪৭৫.০২

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের আইসিটি পেশাজীবীদের ব্র্যান্ড ইমেজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৃদ্ধি করা;
- জাপানিজ আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে দক্ষ আইসিটি জনবল তৈরী করা;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জাপান ও বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- জাপানি আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় একটি রোল মডেল প্রণয়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ITEE পরীক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- ITPEC (Information Technology Professionals Examination Council) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ITEE পরীক্ষায় পাসের হার সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে ITEE পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা;
- Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের উচ্চ মানের প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- ITEE (IT Engineers Examination) সহ আইটি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিসিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৪টি বিশ্বদ্যিালয়ের ৪৮০ জনকে ১২০ ঘন্টা মেয়াদী বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.৪৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।

৪.৪.১০ বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	মার্চ ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	১৪৪৪৭.৫৬

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারে কর্মরত সকলের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষন সেবা;
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ;
- উন্মুক্ত তথ্যে ডাটা এনালাইসিস (Open Data Analytics) সক্ষমতা ও অবকাঠামো স্থাপন;
- ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

(গ) **উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও** বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকের প্রায় ৬২৯টির বেশি ডোমেইন নিরাপদ ই-মেইল ও নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণ সেবা ব্যবহার করছে। ইতিমধ্যে ৯৫,৭৬৫ টি ই-মেইল একাউন্ট প্রদান করা হয়েছে;
- Open Data Analytics "জনতার সরকার" সফটওয়্যারটি বিসিসি'র জাতীয় ডাটা সেন্টারে Deploy করা হয়েছে;
- Social Media Sentiment and Mood Analytics Platform এর ব্যবহার কার্যক্রমের ওপর ডিজিএফআই, BGD e-GOV CIRT, বিসিসি ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২২শে মার্চ থেকে ৪ই এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৯দিন ব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- জনতার সরকার সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল এর User Acceptance Test (UAT) কার্যক্রমের ওপর ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা বিগত ২২-২৩ মার্চ-২০২১ এবং Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ গত ৬-২১ জুন,২০২১ তারিখ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার (ডিএলসি) কার্যক্রম সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ০৬/০৬/২০২১ইং তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান আছে;
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনে অত্যাধুনিক আইটি ল্যাব স্থাপনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ১৮/০৫/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে বিয়ামে অত্যাধুনিক আইটি ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে;
- মিলিটারী ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST)-তে সাইবার রেঞ্জ ল্যাব স্থাপনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ১৭/০৫/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে MIST তে সাইবার রেঞ্জ ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৪.১১ টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প

(ক) **প্রকল্পের পরিচিতি**

নাম	দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস	পরিমান
	এসওএফ	৫০৪৪৩.৩১

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি ই-সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা করা;
- ৬১৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল বিভাজন বৈষম্য দূরীকরণ।

(গ) **উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও** বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- দেশের ৮টি বিভাগে ইউনিয়ন সাইট সার্ভে সম্পাদন করা হয়েছে এবং সার্ভের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইটেমের BoQ চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- সারাদেশে ৮টি বিভাগে প্রকল্পের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- সারাদেশে ৮টি বিভাগে PoP Renovation'র কাজ চলমান রয়েছে;

- এছাড়া প্রকল্পের Active Network Equipment স্থাপনের দরপত্র গত ১২/০৭/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ খুলনা থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণ করে ৮১০৬কিঃমিঃ যার মধ্যে ৪৮কোর ৫১০৬কিঃমিঃ এবং ২৪ কোর ৩০০০কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় চুক্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন সাইটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সরবরাহ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ খুলনা থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণ করে ৫০০০ কিঃমিঃ DUCT পাইপ ক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় চুক্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন সাইটে DUCT সরবরাহ করা হচ্ছে;
- ফার্নিচার, অফিস ষ্টেশনারী, অফিস ইকুইপমেন্ট, আউটসোর্সিং, গাড়ীভাড়া ইত্যাদি দরপত্রের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি: ২৯.০৯ % এবং বাস্তব অগ্রগতি: ১২%।

৫ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

৫.১ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিকেআইআইসিটি এবং ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র হ'তে বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদী কোর্সের আওতায় মোট ৭০৮ (সাত'শ আট) জনকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.২ সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ: বিসিসি'তে স্থাপিত সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টারে CISCO Cyber Security Ops training, DNS, DNSSEC, Cyber Drill orientation, National Cyber Drill 2020 বিষয়ক কোর্সে মোট ১২০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট এসব প্রশিক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিসিসি, বাংলাদেশ আর্মি, কোষ্টগার্ড, NTMC, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

অনলাইনে 'ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগন

৫.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ: "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৬০ জন শিক্ষকের 'ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ কোর্স গত ১০ ফেব্রুয়ারি-২৪ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ (দশ) টি ব্যাচে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৪ জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর ওপর প্রশিক্ষণ: জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর ওপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ ২৮০ জনকে প্রদান করা হয় এবং ২৬৫ জন উক্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এদের মধ্যে ১৮৬ জনের কর্মসংস্থান জাপানে প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৯ জনের কর্মসংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশী কোম্পানীতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার ১০০%।

৫.৫ আইডিয়াথন: বাংলাদেশের স্টার্টআপদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিকশিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে আয়োজন করে 'আইডিয়াথন' কনটেস্ট। উদ্ভাবনী স্টার্টআপের খোঁজে 'লেটস স্টার্ট ইউ আপ' স্লোগানে শুরু হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ৩০টি দল অংশগ্রহণ করে। বিচারকমণ্ডলীর নির্বাচন শেষে সেরা ৫টি স্টার্টআপকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদলগুলো হল- ছবির বাক্স, কৃষিয়ান, চার ছক্কা লিমিটেড, এএনটিটি রোবোটিক্স লিমিটেড ও রক্ষী

লিমিটেড। বিজয়ী স্টার্টআপরা দক্ষিণ কোরিয়াতে ৬ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ, ইনকিউবেশন, ফান্ডিং, আন্তর্জাতিক পেটেন্টসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবে। এই প্রতিযোগিতার সেরা ৫ বিজয়ী স্টার্টআপ হতে ১০ জন তরুণ উদ্যোক্তা ৬ মাস দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

৫.৬ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১: গত ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-এ হল অফ ফেমে **"**ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১**"** এর প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেবের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ (বিসিওএলবিডি) এর আহ্বায়ক বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, বিসিওএলবিডি এর সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ এন করিম, এ্যামবাসাডর মোঃ আব্দুল হান্নান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, হংকং ব্লকচেইন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ড. লরেন্স মা, এফবিসিসিআই এর সিইও মাহফুজুল হক।

"ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১" এর প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

৫. ৭ 'বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'প্রতিযোগিতা ২০২১: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং 'মুজিব বর্ষ' উদযাপন উপলক্ষে বাংলা ভাষা-প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে কার্যক্রমে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক ও ডেভেলপারদেরকে উৎসাহিত করার জন্য 'বাংলার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' (AI for Bangla) প্রতিযোগিতা ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে তরুণ গবেষক ও ডেভেলপারদের কাছ থেকে পুরস্কারের উদ্দেশ্যে 'ডেটাসেট', 'মডেল' কিংবা 'ওয়ার্কিং-প্রটোটাইপ' (প্রথম ধাপে ধারণাপত্র ও দ্বিতীয় ধাপে রিসোর্স) জমাদানের আহবান করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার (০১টি) ১ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার (০১টি) ৫০ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার (০২টি) ২৫ হাজার টাকা এবং অনারেবল মেনশন (০৫টি) ১০ হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে রয়েছে। এছাড়াও প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানের জন্য ক্রেস্ট ও সকলের জন্য সার্টিফিকেট রয়েছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক ও ডেভেলপারদেররা বাংলা নিয়ে কাজ করতে দারুণ উৎসাহী হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ১৪৬টি প্রস্তাব জমা পড়েছে। তরুণ গবেষক, স্টার্টআপদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে।

৫. ৮ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সারাদেশ থেকে আগত মোট ১৫৭ জন প্রতিযো**গি** ৪টি

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২০ বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়।

ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বিসিসি'র রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে এ প্রতিযোগিতা একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরীর প্রত্যেকটি হতে সেরা ৩জন করে নিয়ে মোট ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

৫.৯ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ ২০২১: Rehabilitation International Korea (RI KOREA)কর্তৃক অনলাইনে আয়োজিত এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে মোট ২০ জন প্রতিযোগি বিসিসি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার ২টি পর্বের মধ্যে ১ম পর্ব প্রিলিমিনারী গত ১৭/০৬/২০২১ সফলতার সাথে শেষ হয়। আগামী অক্টোবর ২০২১ ২য় পর্ব 'ফাইনাল রাউন্ড' অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য প্রতি বছর এ আয়োজন সরাসরি অনুষ্ঠিত হলেও কোভিড ১৯ এর কারণে এবার অনলাইনে জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বাংলাদেশসহ মোট ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

৫.১০ ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০২১: 'জানুক সবাই দেখাও তুমি'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের আইসিটি ও প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে ও তাদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা যাচাই করার জন্য "ন্যাশনাল হাই স্কুল প্রোগ্রামিং

প্রতিযোগিতা (এনএইচএসপিসি)" আয়োজন করা হয়। দেশের হাই স্কুল ও কলেজ তথা ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণী এবং সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংকে জনপ্রিয় করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে জুম প্ল্যাটফর্মে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব। বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ।

৫.১১ Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ: ২০২০-২১ অর্থবছরে Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৯৭৯ জন নারী উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৬. পরামর্শ সেবা

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বিগত কয়েক বছরে সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহে এ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটারায়নে এ সকল বিভাগ ও সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে।

বিসিসি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ ৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

৭. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

৭.১ ডিজিটাল সরকার (ই-গভর্নেন্স):

৭.১.১ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৩টি ডোমেইনে মোট ৯০১০ টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬২৫টি ডোমেইনে সর্বমোট ৯৬,০৩১ টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতীয় ডাটা সেন্টার-এ অবস্থিত এটুআই এর নথি সংক্রান্ত সার্ভার এবং নেটওয়ার্ক মাইগ্রেশন এর কাজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় ডাটা সেন্টার এর সাথে e-Passport ডাটা সেন্টারের মধ্যে ভিপিএন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এ সেন্টারে অবস্থিত Online NID verification server এর আপগ্রেডেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় ডাটা সেন্টার এবং রাজউক-এর মধ্যে ভিপিএন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ডাটা সেন্টার-এ অবস্থিত IBAS System-এর সাথে Bangladesh Bank-এর মধ্যে Redundant ভিপিএন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। SHUROKKHA app-এর জন্য (Cloud এবং DevOps) infrastructure deployment এবং সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানসহ Connectivity ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সেন্টারে অবস্থিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর সার্ভার Connectivity সম্পন্ন করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে Online VAT প্রদান এবং E-TIN service এর কাজ অনেকাংশে সহজতর হয়েছে।

৭.১.২ **জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার:** বিসিসি'র এ সেন্টার হতে ১৮,৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭,৩৮০ টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৯২টি এবং মাননীয় রাস্ট্রপতির ১টিসহ মোট ৫২১টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্কসহ সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়নের নিমিত্ত বিসিসি'তে সর্বশেষ প্রযুক্তির 4K Multi Conferencing Unit (MCU) এবং (4K Codec, 4K Camera, 4K Display, Microphone Array, Vidéo Matrix Switch and Tripod) স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে Agile Controllerসহ 5G টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ স্থাপন করা হয়েছে।

৭.১.৩ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA):** কোভিড ভ্যাকসিনের অনলাইন নিবন্ধনের সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম নাগরিকত্ব যাচাইকরণে জাতীয় ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করছে, এ অর্থ বছরে BNDA সার্ভিস বাস ব্যবহার করে ৯০+ লক্ষ বার এনআইডি যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। বিটিআরসি-এর মোবাইল সিম নিবন্ধন (CBVMP) ডেটাবেজ জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রকল্পের মোট ৩৫টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ১৫টি সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি বিএনডিএ শীর্ষক কর্মশালা করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের বিএনডিএ বিষয়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে ২০০+ অংশগ্রহণকারী কর্মশালায়/প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন।

৭.১.৪ **বিসিসি'র CA লাইসেন্সের অধীনে ডিজিটাল ও ই-স্বাক্ষর ব্যবহার প্রচলন করা:** বিসিসি হতে ৮টি সংস্থাকে ৩৫৩টি ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। Online Police Clearance System-এ ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করার ব্যাপারে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ৯দিন ব্যাপী ৩৫০জন অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Digital স্বাক্ষরকে আরও সহজে ব্যবহারযোগ্য করার লক্ষ্যে dongle বিহীন ডিজিটাল সাক্ষর করার নতুন প্রযুক্তি: e-Sign চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যার কিছু অংশ বর্তমানে piloting করা হচ্ছে। National Data Centre এর vpn এর সাথে BCC-CAএর certificate & trust-chain integrate করা হয়েছে। ফলে ঘরে বসে BCC-CAএর certificate দিয়ে vpn ব্যবহার করে NDC এর পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে বিসিসি'র ডাটা সেন্টারে অবৈধ অনুপ্রবেশ (login) রোধ করা হয়েছে। National Data Centre এর বিভিন্ন application এর Log এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য log signer tool গবেষণা ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এই logsigner পরীক্ষামূলক ভাবে datacentre-এ Deploy করা হয়েছে। BCC-CA এর webservice কে আরও সুরক্ষিত ও standardize করার জন্য spring framework adopt করা হয়েছে। XML format এর data কে ডিজিটালি সাক্ষর করার জন্য Chrome extension এবং desktop application তৈরির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন টেষ্টিং করা হয়েছে। Digital certificate আরও সহজে ইস্যু করার জন্য Payment gateway integration করা হয়েছে ।

৭.১.৫ সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার: সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার নিমিত্ত বিসিসি'তে Software Quality Testing and Certification সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেন্টার হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩৬টি সফটওয়্যার এবং ৩৫টি আইটি ডিভাইস (হার্ডওয়্যার) টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭.১.৬ Digital Diplomatic কার্যক্রম: BGD e-GOV CIRT কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের documentation যথাযথভাবে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে আইটিইউ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স তৈরীর জন্য

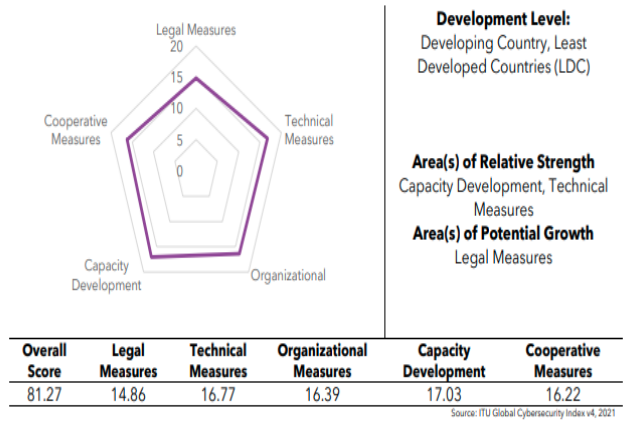

আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিউ) করা আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২০ এ ২৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। বিশ্বের ১৯৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এবার ৮১.২৭ নম্বর পেয়ে ৫৩তম স্থানে উঠে এসেছে। আগে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৮তম।

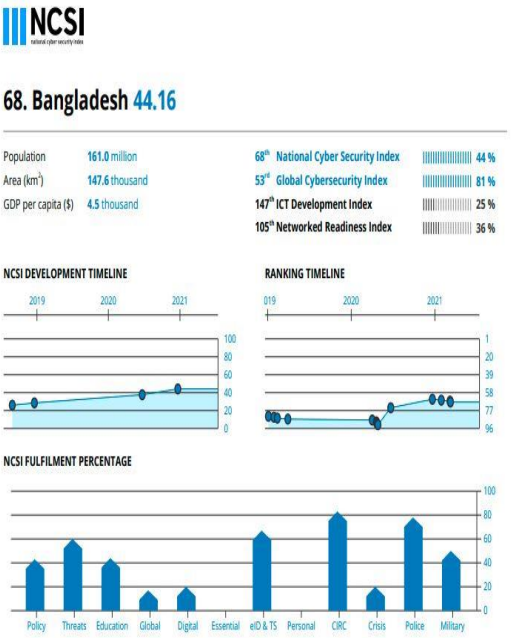

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ৬৮তম এবং বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ৫৩তম স্থানে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ।

আইসিটি অংশের তথ্য সমূহ টেলিকম বিভাগের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। উক্ত তথ্য সমূহের ভিত্তিতে আইটিইউ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (জিসিআই) ২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান ২৫ ধাপ অগ্রগতি হয় ও বর্তমানে ৫৩তম স্থান অর্জন করে।

৭.২ তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

৭.২.১ দেশের প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ফ্রিল্যান্সার আইডি প্রদান কার্যক্রম গত ২৫/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে;

৭.২.২ বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ): জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক প্রকল্প হতে মুজিববর্ষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল হতে আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী ধারণার ১০০টি স্টার্টআপকে 'বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)' প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। "বিগ" আয়োজনের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা অর্থাৎ স্টার্টআপদের নতুন উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা এবং এই আয়োজনটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ সালে ৩টি আয়োজন যথা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্টেকহোল্ডার অ্যাক্টিভেশন ক্যাম্পেইন, টিভি রিয়েলিটি শো এবং আন্তর্জাতিক রোড শো সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ আয়োজনগুলো থেকে নির্বাচিত সেরা ৩৬টি স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে "গ্র্যান্ট" এর অর্থ প্রদান করার পাশাপাশি "বিগ" ফাইনাল রাউন্ডের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে এবংএকই সাথে একটি সেরা স্টার্টআপকে দেওয়া হবে বিশেষ সম্মাননা। ইতোমধ্যে টিভি রিয়েলিটি শো-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)" প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ ২০২১) এর টেলিভিশন রিয়েলিটি শো এর স্টেজে অংশগ্রহণকারিসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি এর একটি মুহূর্ত।

৭.২.৩ লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য লন্ডনে একটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশ থেকে ৬৪টি টিম এর ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে অনলাইনে ২ দিনব্যাপী ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে। National Strategy for Blockchain, Robotics, Made in Bangladesh এবং Mission 5 Billion প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০২১, National ICT Roadmap for Covid-19 Response Strategy, Strategy for leveraging high-tech FDI opportunities due to global value chain restructuring প্রস্তুতির কাজ চলমান। অত্র প্রকল্পের আওতায় সার্টিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং টেস্টিং এর কাজ চলমান আছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ও গুজব প্রতিরোধ করার জন্য "আসল চিনি" ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও "আমার মুজিব", Women and e-Commerce (WE) এর সাথে Masterclass 1.0 এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বেসিস আউটসোর্সিং পুরষ্কার, বেসিস-নাসা স্পেস এপস, বরেন্দ বিশ্বঃ টেক ফেস্ট, IIT IT Verse, আইসিটি কেরিয়ার ক্যাম্প, ইন্টারনেট গভার্নেন্স, ডিজিটাল ফ্যাক্ট চেকিং ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

৭.২.৪ **জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০:** প্রথমবারের মতো জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০ আয়োজন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ও স্বতন্ত্রভাবে ২৩৩টি দলে ১ হাজার ৬ জন এতে অংশ নেয়।

জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী দলের সাথে মাননীয় প্রধান অতিথি সহ অন্যরা

৭.২.৫ দেশে বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি হেল্পডেস্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে BHTPA ও BIDA এর সাথে এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে;

৭.২.৬ আন্তর্জাতিক ম্যাচমেকিং সংস্থা Acclerence কে বাংলাদেশের ৫টি কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে দ্রুত আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;

৭.২.৭ "বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট" প্রকল্পের অধীনে মোট ৯টি মডিউল উন্নয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধান নোমিনেটেড পরামর্শক বুয়েট এর কারিগরি দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় আইটি প্রতিষ্ঠান Synesis IT Ltd. এবং BDECOM Ltd. (JV) প্রকল্পের সকল মডিউলের উন্নয়ন করছে;

৭.২.৮ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণে সফটওয়ার টুলস্ /অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ যুক্ত রয়েছেন।

৭.২.৯ **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা-২০২১:** এর অংশ হিসেবে বিগত ২৩/০২/২০২১ ইং তারিখে 'Announcement of Employment' শীর্ষক একটি প্রোগ্রাম জুম প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। আয়োজিত প্রোগ্রামে ৩৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকুরী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭.২.১০ ইনোভেশন কার্যক্রম: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২টি ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইডিয়া ২টির বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) সরকারি ক্লাইড ড্রাইভ (জি ক্লাউড): এ সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ বা দপ্তরসমূহে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করে একটি সেন্টার ডাটাবেজে সংরক্ষণ এবং সেইসাথে আগ্রহী সেবা প্রত্যাশিগণ যেকোন স্থান থেকে অনলাইনে মাধ্যমে দ্রুত এ সেবাসমূহ ব্যবহার করতে পারবে; ফলে সময় ও পরিদর্শন হ্রাস পাবে। সিস্টেমের সুবিধাবলী:

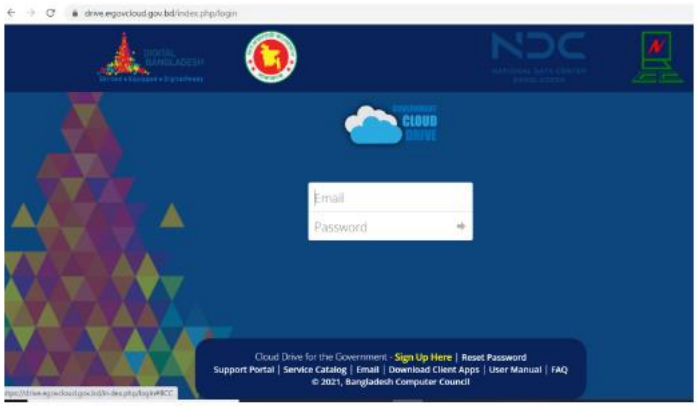

- বিনামূলে ব্যবহারকারীরা ১০ জিবি স্টেরেজ ব্যবহারের সুযোগ পাবে;
- ব্যবহারকারী সহজেই অন্যদের কাছে বড় ফাইলগুলি শেয়ার করে নিতে বা প্রেরণ করতে পারবে;
- ব্যবহারকারীর সকল ডেটা সুরক্ষা জাতীয় ডেটা সেন্টার, বিসিসির সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে তথ্য ফাঁসের সম্ভাবনা খুবই কম;
- বিসিসির সার্ভারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিরবিচ্ছিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবে;

(খ) হিউম্যাস রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস): সিস্টেমটি একটি একক ডোমেইন pmis.bcc.gov.bd or hris.bcc.gov.bd এর মাধ্যমে বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সিস্টেমে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। সুযোগ থাকবে। এ প্লাটফরমের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অনলাইনে আপডেট করতে পারবে। এতে উইজার এবং পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা সম্বলিত একটি ডাটাবেজে কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ বিস্তারিত তথ্যাবলী সংরক্ষিত থাকবে। সিস্টেমের সুবিধাবলী:

- সেবাগ্রহীতা অনলাইনে আবেদন করতে পারবে;
- সময় ও পরিদর্শন হ্রাস পারে;
- নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করে সিস্টেমটি জাতীয় ডেটা সেন্টারে হোস্টিং করে সার্ভিস প্রদান;
- ই-মেইল এর মাধ্যমে ম্যাসেজ প্রেরণ;
- সেন্ট্রাল ড্যাসবোর্ড কর্তৃক কার্যক্রম মনিটরিং;
- সর্বোপরি সরকারি ই-সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

৭.৩ মুজিব বর্ষ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ সাফল্য উদ্‌যাপন:

৭.৩.১ মুজিব বর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ওয়েবসাইট ও কনটেন্ট www.mujib100.gov.bd তৈরী করা হয়েছে;

মুজিব বর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আইসিটি টাওয়ার আলোকসজ্জা করা হয়।

৭.৩.২ **‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০’:** তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দেশের সর্ববৃহৎ এবং এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি আসর ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০’ ভার্চুয়াল ও ভৌত উভয় অবকাঠামো ব্যবহার করে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১১টায় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। ১০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স। এতে মূল বক্তা হিসেবে কী-নোট উপস্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ। এছাড়া পুরো আয়োজনে ২৪টি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, কনফারেন্স, প্রদর্শনী, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সম্মাননা, ভার্চুয়াল মুজিব কর্নার এবং ভার্চুয়াল মিউজিক্যাল কনসার্টের মতো আয়োজন এবং ব্যবহার করা হয় গ্রিন স্ক্রিন ও অগমেন্টেড স্টেজ। আইসিটি খাতে বাংলাদেশের সক্ষমতার চিত্র তুলে ধরাই হল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্দেশ্য।

‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড২০২০-’ ভার্চুয়াল ও ভৌত উভয় অবকাঠামো ব্যবহার করে উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ।

৭.৩.৩ মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আগষ্ট ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১৫টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশ্ব বিখ্যাত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম Coursera-এর সৌজন্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এলআইসিটি প্রজেক্ট এর যৌথ উদ্যোগে Workforce Recovery Program with Coursera শীর্ষক অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮,৪৬৪ টি কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি শুরু হয়েছিল ৮ জুলাই, ২০২০ এবং শেষ হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০। গত ০১ জুলাই, ২০২১ দুর্বার প্লাটফর্মের "আমার মুজিব" ক্যাম্পেইনের অন্তর্গত ‘আমাদের মুজিব’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ও ‘মুজিবের কাছে চিঠি’ লেখা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় ।

৭.৪ কোভিড ১৯ বিসিসি'র কার্যক্রম:

৭.৪.১ **কোভিড ১৯ ট্র্যাকার:** Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) কর্তৃক কোভিড ১৯ ট্র্যাকার: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত তথ্য সংগ্রহকারী সিস্টেম যা সংগৃহীত তথ্য ম্যাপ/সারণী আকারে দেখায়। কোভিড ১৯ ট্র্যাকারে তথ্য ও উপাত্ত নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা যায়, যাতে কোন ধরণের manual intervention প্রয়োজন হয় না। গত ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত ট্র্যাকারটি ৮,২০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৪,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে।

কোভিড ১৯ ট্র্যাকারে তথ্য ও উপাত্ত নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা যায়, যাতে কোন ধরণের manual intervention প্রয়োজন হয় না।

৭.৪.২ **'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) এর উদ্যোগ**: প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের ফলে সারাদেশ যখন একটি কঠিন সময় পার করছে তখন স্বাস্থ্যের জন্য "হেলথ্ ফর ন্যাশন", শিক্ষার জন্য "এডুকেশন ফর ন্যাশন" এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য "ফুড ফর ন্যাশন" তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে দেশের অসংখ্য উদ্যোক্তাগণকে। এছাড়া, ফুড ফর ন্যাশনের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে করোনা পরিস্থিতিতে "কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট" আয়োজন করা হয় যেখানে সর্বাধিক প্রচারকারী উদ্যোক্তাদের সম্মাননা হিসেবে সেরা ১ জন বিজয়ীকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার মূল্যমানের পুরস্কার প্রদানসহ টপ ১০ জনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। দেশেরে বিভিন্ন স্থান থেকে খামারির পাশাপাশি ৫২৯৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ৬৩০০ গরু, মহিষ, ছাগল নিবন্ধিত হয় এবং এই অনলাইন হাটে ভিজিটরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,৫২,৮৩৭ জন।

৭.৪.৩ **বিসিসি'র 'বৈঠক':** কোভিড-১৯ অতিমারীতে অফিসিয়াল সভা/সেমিনার/কর্মশালা অন-লাইন প্ল্যাটফর্মে চালু রাখার জন্য বিসিসি'র বিএনডিএ টিম কর্তৃক 'বৈঠক' ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম উদ্ভাবন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে ইতোমধ্যে 'বৈঠক' প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত বৈঠক প্ল্যাটফর্মে মোট ৪৫০+ টি মিটিং/আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে।

৭.৫ পুরস্কার/সম্মাননা:

৭.৫.১ 'WSIS Prizes 2020' প্রতিযোগিতায় বিসিসি'র অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ক্যাটেগরি-১১ (ই-এমপ্লয়মেন্ট)'তে WINNER পুরস্কার অর্জন করে।

৭.৫.২ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ হিসেবে উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০ এ আন্তর্জাতিক সম্মাননা পায় 'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)' প্রকল্প।

৭.৫.৩ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও কৃষকের অ্যাপ BASIS National ICT Award 2020 প্রতিযোগিতায় WINNER পদক পেয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও কৃষকের অ্যাপ এরজন্য BASIS National ICT Award 2020 প্রতিযোগিতায় WINNER পুরস্কারের ট্রফি ও সার্টিফিকেট।

*******সমাপ্ত*******